যুগান্তর

তারিখ 25 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বেহাল বাংলা একাডেমী

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির সুমহান উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া গঠিত হইয়াছিল বাংলা একাডেমী। বিশেষ করিয়া সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষ সাধন, বাংলা ভাষা লইয়া নিরন্তর গবেষণা এবং উহার সুফল সকল স্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়াই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত বলিয়া বিদগ্ধজনেরা মনে করেন। ফেব্রুয়ারিতে মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠান এবং সারা বৎসরে গুটিকতক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ বাংলা একাডেমীর আদর্শ-উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে একাডেমীর সর্বাধিক সফল কার্যক্রম বোধকরি বাংলা ও ইংরেজির একাধিক অভিধান। ব্যবসাসফলও বটে। তবে অভিধানগুলির সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ হয় নাই দীর্ঘদিন। ফলে ভুলত্রুটিগুলিও থাকিয়া গিয়াছে। উহা লইয়া সাম্প্রতিককালে সিরিজ প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে সহযোগী জাতীয় দৈনিকে। অভিধানের বিপণন লইয়াও নানা অভিযোগ রহিয়াছে। কোন কোন অভিধান নাকি একাডেমীর বই বিপণন কেন্দ্রে পাওয়া যায় না। বাংলাবাজার ও আজিজ মার্কেটের একশ্রেণীর প্রকাশক ও বই বিক্রেতা বিশেষ কমিশনে ওই সকল অভিধান ক্রয় করিয়া গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে উচ্চমূল্যে। একই অভিযোগ রহিয়াছে একাডেমীর কতিপয় চালু পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে। শনিবার বাংলা একাডেমী আয়োজিত এক কর্মশালায় প্রফেসর মনসুর মুসা 'উচ্চশিক্ষা স্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সমস্যা : অবস্থা সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক প্রকল্প লইয়া বোমা ফাটাইয়াছেন। প্রফেসর মুসার বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য এবং বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। তিনি অনতিঅতীতে একাডেমীর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। উক্ত সেমিনার ও আলোচনা সভায় ইউজিসির চেয়ারম্যানসহ বাংলা একাডেমীর বর্তমান মহাপরিচালক, একাধিক সাবেক মহাপরিচালক, পণ্ডিত ও বিদগ্ধজন এবং সরকারের পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সাবেক মহাপরিচালকের অভিজ্ঞতা হইতে প্রফেসর মুসা বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশন, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলি সম্পর্কে খোলামেলা বক্তব্য রাখিয়াছেন। এমনকি তিনি এই খাতটি লইয়া দুর্বৃত্তায়নের প্রশ্নও তুলিয়াছেন। ইহা সত্য যে, সরকারি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করিতে গিয়া টেন্ডারের মাধ্যমে বই ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগে প্রায় অবাধে দুর্নীতি প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। ১৯৮০ সাল হইতে প্রকল্প শুরু হইবার পর এই পর্যন্ত ১৫০০টি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও উহা বাজারজাতকরণের আদৌ ব্যবস্থা নাই। বইয়ের মান এবং উপযোগিতা লইয়াও প্রশ্ন রহিয়াছে। পাঠ্যপুস্তক অনুবাদের ক্ষেত্রেও রহিয়াছে দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির অভিযোগ। অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকই গুদামজাত অবস্থায় পড়িয়া থাকে বৎসরের পর বৎসর। দেশের ৫২টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা স্তরে বাংলায় পড়াইবার তেমন ব্যবস্থা নাই। দুর্নীতি বাসা বাঁধিয়াছে যেইখানে, সেইখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আশা করা যায় না। পাঠ্যপুস্তকের নামে যদি প্রকাশ করা হয় অপাঠ্য ও অপ্রয়োজনীয় পুস্তক, তাহা হইলে দুর্নীতির শিকড় উৎপাটন কঠিন বৈকি। লক্ষ্যভ্রষ্ট এই জাতীয় প্রতিষ্ঠাটিকে লক্ষ্যাভিমুখী করিতে হইলে ইহার খোলনলচে সবই বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। কেবল বৎসরে একবার বইমেলা কিংবা নামকাওয়াস্তে পুস্তক প্রকাশ নহে, জাতির মেধা-মনন ও সৃজনশীলতার প্রতীক হউক বাংলা একাডেমী— উহাই সকলের প্রত্যাশা।